১. আমার ছেলেবেলা

পড়ুয়ারা গল্পটি পড়ে নিজের ভাষায় বলতে পারবে। এই রচনাটি পড়ে তারা মূল বিষয়টি বুঝতে পারবে, সেটি সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে, প্রশ্নের উত্তর দিতে এবং নিজের বক্তব্য বলতে পারবে।

ছোটোবেলায় দুষ্টুমি কে আর করে না বলো! কেউ একটু বেশি, কেউ একটু কম। অবনীন্দ্রনাথও করতেন। তিনি কে ছিলেন জান ত? আমাদের দেশের সবচেয়ে বড়ো ছবি-আঁকিয়েদের একজন। শুধু কি ছবি আঁকা? তোমাদের মনের মতো চমৎকার চমৎকার সব বইও লিখেছেন। নীচের লেখাটি পড়ে দেখ ত, অবনীন্দ্রনাথ বেশি দুষ্টু ছিলেন, না, কম?

আমাদের দোতলার বারান্দায় একটি জলভর্তি বড়ো টবে থাকে কতকগুলো লাল মাছ, বাবামশায়ের বড়ো শখের সেগুলো। রোজ সেই টবে ভিস্তি দিয়ে পরিষ্কার জল ভরতি করা হয়। একদিন দুপুরে লাল মাছ দেখতে দেখতে হঠাৎ আমার মনে হল, লাল মাছ, তার জল লাল হওয়া দরকার। যেমন মনে হওয়া, কোত্থেকে খানিকটে মেজেন্টা না কি রং জোগাড় করে এনে দিলুম সেই মাছের টবে গুলে। দেখতে দেখতে আমার মতলব সিদ্ধি। লাল জলে লাল মাছ কিলবিল করতে থাকল। দেখে অন্য খেলা খেলতে চলে গেলাম

বিকেলে শুনি মালির চিৎকার। জলে লাল রং গুললে কে? মাছ যে মরে ভেসে উঠেছে। বাবামশায় বললেন, 'কার এই কাজ?' সারদা পিসেমশায় বললেন, 'এ আর কারও কাজ নয়, ঠিক ওই বোম্বেটের কাজ।' বোম্বেটে কথাটি চীনে গিয়ে সারদা পিসেমশায় শিখে এসেছিলেন। চীনের খেতাব সেইবারই প্রথম পেলুম। তারপর থেকে সবার কাছে ওই নামেই বিখ্যাত হলুম। রং গুলে আমি ওইরূপ খেতাব পেয়েছিলেম।

কতরকম দুষ্টুবুদ্ধিই জাগত তখন মাথায়। বাবামশায়ের আছে পোষা ক্যানারি, খাঁচাভরা। শখ গেল তাদের ছেড়ে দিয়ে দেখতে হবে কেমন করে ওড়ে। টুনি সাহেব আসে প্রায়ই বাবামশায়ের কাছে শ্রীরামপুর থেকে। পাখির শখ ছিল তার। মাঝে মাঝে সুবিধেমতো দুয়েকটি দামি পাখিও সরায়। সেই সাহেব একদিন এসেছে; তাকে

Scanned with CamScanner

ধরে পড়লুম, 'দাও না ক্যানারি পাখির খাঁচা খুলে। বেশ উড়বে পাখিগুলো। জাল আছে এখানে, আবার ওদের ধরা যাবে।'

অনেক বলা-কওয়ার পর সাহেব ত দিলে খাঁচার দরজা খুলে। ফুর ফুর করে পাখিগুলো সব বেরিয়ে পড়ল খাঁচা থেকে বাইরে, মহা আনন্দ। এবার তাদের ধরতে হবে, টুনিসাহেব জাল ফেলছে বারে বারে; কিছুতেই তারা ধরা দেয় না। শেষে ত জাল-টাল ফেলে দিয়ে চম্পট। ধরা পড়লুম আমি।

এই রকম ত সব ইচ্ছে ছেলেবয়সে হত। ইচ্ছে হল কাঠবেড়ালির চলা দেখব, খরগোশের লাফ দেখব, অমনি তাদের ঘরের দরজা খুলে দিতুম বাইরে বের করে।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Scanned with CamScanner

২) জ্ঞান মূলক প্রশ্নোত্তর ঃ →

ক) 'এ আর কারো কাজ নয়, ঠিক ওই বোম্বেটের কাজ' — এই কথা কে বলেছেন? বোম্বেটে কারা? এই কথাটি তিনি কোথা থেকে শিখে এসেছিলেন? এখানে কাকে বোম্বেটে বলা হয়েছে?

এই কথা সারদা পিসেমশায় বলেছিলেন।

বোম্বেটে জলদস্যুদের বলা হয়।

এই কথাটি তিনি চীন দেশ থেকে শিখে এসেছিলেন।

এখানে দুষ্টু ছেলে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কে বোম্বেটে বলা হয়েছে।

খ) 'শখ গেল তাদের ছেড়ে দিয়ে দেখতে হবে কেমন করে ওড়ে' — কার শখ গেল? কাদের ছেড়ে দিয়ে দেখতে হবে? শখ মেটাবার জন্য তিনি কী করলেন?

দুষ্টু ছেলে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শখ গেল।

বাবামশায়ের পোষা খাঁচাভরা ক্যানারি পাখি ছেড়ে দিয়ে দেখতে হবে।

শখ মেটাবার জন্য তিনি টুনি সাহেব কে দিয়ে পাখির খাঁচা খুলিয়ে দিলেন।

গ) 'দাও না ক্যানারি পাখির খাঁচা খুলে' — কে বলেছে? কাকে বলেছে? ক্যানারি পাখি কে পুষতেন? ওই পাখি কোথায় ছিল?

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছে।

টুনি সাহেব কে বলেছে।

ক্যানারি পাখি লেখকের -

Scanned with CamScanner

বাবা সন্ধ্যায় পুষতেন
ওই পাখি খাঁচায় ভরা ছিল।

ঘ) 'এই রকম সব ইচ্ছে ছেলেবয়সে হত' – উপরের লাইন টি কোন গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে? কার লেখা? ছেলেবয়সের ইচ্ছা গুলি কি কি?

উপরের লাইনটি 'আমার ছেলেবেলা,' গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে। গল্পটি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা।

ছেলে বয়সের ইচ্ছে গুলি হল — কাঠবেড়ালির লেজ দেখা, ঘরগোজের নাচ দেখা এবং তাদের ঘরের দরজা খুলে দেওয়া যাতে তারা বাইরে বেরিয়ে যায়।

Page No.
Date :

(ব্যাকরণ)

অর্থ লেখ :→

ভিস্তি – যারা চামড়ার থলেতে করে জল এনে দেয়।

বোম্বেটে – জলদস্যু

চম্পট – পালিয়ে যাওয়া

সিদ্ধি – কাজের সফলতা।

বিপরীত লেখ :→

ভর্তি	×	খালি।
পরিষ্কার	×	অপরিষ্কার।
জলে	×	স্থলে।
সুবিধে	×	অসুবিধে।
ইচ্ছে	×	অনিচ্ছে।

বাক্যরচনা কর :→

মতলব – ছুটির দিনে আমরা শুধু খেলার মতলব করি।

পরিষ্কার – বিদ্যালয় পরিষ্কার রাখা উচিত।

চম্পট – চোরটি চুরি করেই চম্পট দিল।

আনন্দ – শিশুটি খেলনা পেয়ে খুব আনন্দ পেল।

দুষ্টু – দুষ্টু লোককে কেউ ভালবাসে না।

Scanned with CamScanner